বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতা-২০২৩

পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশ

নির্দেশিকা

এপ্রিল, ২০২৩

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
বিনিয়োগ ভবন, ই-৬/বি (১১-১২ তলা), আগারগাঁও, ঢাকা – ১২০৭

১.পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশ

১.১ পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশ সংজ্ঞা

পেশাগত স্বাস্থ্য বলতে কর্মক্ষেত্রের সে বিষয়গুলোকে বুঝায় তা প্রাথমিকভাবে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা সংশ্লিস্ট সকল বিপদ বা ঝুঁকি থেকে নিরাপত্তা দেয়। পেশাগত স্বাস্থ্য কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষার একটি বহুমাত্রিক বিষয়।

পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার মুল উদ্দেশ্য তিনটি;

১. কর্মীর স্বাস্থ্য সুরক্ষার মাধ্যমে তাকে সচল ও কর্মক্ষম রাখা,

২. কাজের পরিবেশ উন্নত করা যাতে কাজটি করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি না থাকে

এবং

৩. প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ঝুঁকিহীন কাজের উন্নত পরিবেশের সংস্কৃতি তৈরীর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রতিযোগীদের এবং প্রতিযোগিতা সংশ্লিষ্ট সকলের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও প্রতিযোগিতা স্থলের পরিবেশ সুরক্ষা করা। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম এর দায়িত্ব।

১.২ স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিধান, ভূমিকা ও দায়িত্ব

প্রতিযোগিতার বিষয়গুলো নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে দূর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে পারে, কাজেই এই ধরনের কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি একজন প্রতিযোগি সতর্ক না হন তবে দূর্ঘটনা ঘটতে পারে অথবা সে যে যন্ত্রপাতি বা মালামাল ব্যবহার করছেন তা তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। নিজেকে সুস্থ্য ও নিরাপদ রাখার মাধ্যমে সুস্থ্য এবং আঘাত মুক্ত অবস্থায় দীর্ঘদিন কর্মক্ষম থাকাই একজন কর্মীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। মৃত্যু ছাড়া দূর্ঘটনার কারণে অংঙ্গহানি হওয়া, পঙ্গু হয়ে যাওয়া, চর্মরোগে আক্রান্ত হওয়া বা শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হওয়া লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। উপার্জনের মাধ্যমে পরিবারের ভরণ পোষণের পরিবর্তে এরা পরিবারের বোঝা হয়ে যায় ।

১.৩ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন

দেশে প্রচলিত শ্রম আইন-২০০৬ এবং বাংলাদেশে শ্রম বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধানাবলি জারী করেছেন । এই পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশ নির্দেশিকা সমস্ত বিধিবিধান অমান্য করা হলে আহত হওয়া, পঙ্গু হওয়া বা চাকুরী হারানোর মত অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

১.৪ গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী

স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশের শ্রম আইন -২০০৬ এর পঞ্চম অধ্যায়ে বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে।

নিরাপত্তা

একই আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নিরাপত্তার বিষয় আলোচিত হয়েছে । এছাড়া এই আইনের সপ্তম অধ্যায়ে স্বাস্থ্য বিধি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কিছু বিশেষ বিধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশের শ্রম বিধিমালা এর বিধি-৪০ থেকে ৭৫ পর্যন্ত বিধিতে স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য বিধি ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিধানাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

দূর্ঘটনা নোটিশ প্রদান

শ্রম বিধিমালার ৭০ ও ৭১ বিধিতে যথাক্রমে সামান্য দূর্ঘটনা ও বিপদজ্জনক ঘটনার নোটিশ প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে।

দূর্ঘটনা ও বিপজ্জনক ঘটনার রেজিস্টার

শ্রম বিধিমালার ৭৩ বিধিতে দূর্ঘটনা ও বিপদজ্জনক ঘটনা সংগঠিত হলে প্রতিটি ঘটনার বিষয় নির্ধারিত ফর্মে প্রস্তুতকৃত রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রতি ছয়মাস অন্তর অন্তর এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন কলকারখানা স্থাপনা অধিদপ্তরের পরিদর্শকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

১.৫ প্রতিযোগীর দায়িত্ব

(ক) প্রতিযোগীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য গৃহিত কোন ব্যবস্থার বা স্থাপিত কোন যন্ত্রপাতি ইচ্ছাকৃতভাবে অপব্যবহার বা উহার ব্যবহারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

(খ) প্রতিযোগী ইচ্ছাকৃত বা যুক্তি সংগত কারণ ব্যতিরেকে এমন কোন কিছু করবেন না যাতে তার বা অন্য কারো বিপদ হতে পারে ।

(গ) প্রতিযোগীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চত করার জন্য স্থাপিত কোন যন্ত্রপাতি বা ব্যবস্থা ইচ্ছাকৃত ভাবে ব্যবহারে গাফিলতি করবেন না ।

১.৬ আয়োজক সংস্থার এর দায়িত্ব

(ক) আয়োজক সংস্থা জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতার প্রতিযোগীদের সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নীতিমালা প্রণয়ন করবেন।

(খ) ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফাম প্রতিযোগীদের কার্য প্রক্রিয়া, অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে প্রতিযোগিতা স্থলের সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করবেন এবং সে অনুযায়ী ঝুঁকি মোকাবেলা বা হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(গ) একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সম্ভাব্য ঝুঁকি নির্ণয়ের বিষয় পর্যালোচনা করবেন এবং সে অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণমূলক বব্যস্থা নিবেন ।

(ঘ) প্রতিটি প্রতিযোগীর কাজের ধরন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি (PPE) সরবরাহ করবেন ও এর ব্যবহার সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশিক্ষণ দিবেন এবং কর্মকালীন সময়ে এগুলি পরিধানের বিষয় নিশ্চিত করবেন।

১.৭ গুরুত্বপূর্ণ শব্দাবলী

ঝুঁকি (Risk):

ঝুঁকি এমন একটি বিষয় যার সংস্পর্শে আসলে একজন ব্যক্তি আঘাত প্রাপ্ত হতে পারে।

বিপদ (Hazard):

বিপদ হল এমন একটি সম্ভাব্য উৎস যাতে আঘাত পাওয়া, আহত হওয়া বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা থাকে ।

অল্পের জন্য রক্ষা পাওয়া (Near Miss):

যে কোন ঘটনা দুর্ঘটনা বা জরুরী অবস্থা যাতে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভবনা ছিল কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ আঘাত লাগে নাই ।

অসতর্কতাঃ

প্রতিযোগীর সমান্যতম অলসতা, অসাবধানতা বা অসতর্কতা প্রতিযোগীর ও তার পরিবারের সারা জীবনের কান্নার কারণ হতে পারে।

পিপিই:

স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা নিশ্চিতে কর্মকালীন সময়ে কর্মী যে সকল সরঞ্জাম ব্যবহার করে নিজেকে ঝুঁকি ও বিপদ থেকে নিরাপদ রাখবে।

১.৮ জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতা স্থলে নিরাপত্তা মহড়া

জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের একটি কার্যকর উপায় হল কাজ শুরুর পূর্বে একটু নিরাপত্তার বিষয়ে মহড়া দেয়া । যেমন-

- প্রতিযোগিতা স্থলের স্থানটিতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, আগুন লাগার ঝুঁকি, ক্ষতিকারক পদার্থের উপস্থিতি, উচ্চতা বা গভীরতা ইত্যাদি থেকে সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ করা;
- কোমর বন্ধনী ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এটি আটকানোর স্থান চিহ্নিত করা;
- উচ্চতায় উঠার ক্ষেত্রে যথাযথ মই ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- টুল বক্স রাখার নিরাপদ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- অগ্নি নির্বাপনের যন্ত্রের উপস্থিতি, পানি বা বালির উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া;
- যথাযথ সতকর্তা সাইনবোর্ড যথাযথ স্থানে স্থাপন নিশ্চিত করা এবং

দুর্ঘটনা ঘটে গেলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে কি করা হবে তা ঠিক রাখা ও এ বিষয়ে অন্যদেরকে অবহিত রাখা।

২.দুর্ঘটনা ও জরুরি অবস্থা

২.১ দুর্ঘটনা ও জরুরী অবস্থায় করণীয়

দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা থাকতে হবে দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তিদের উদ্ধার তৎপরতা চালানো এবং সেজন্য কোথায় জড়ো হতে হবে ও কার কাছে উপস্থিত হতে হবে তা জানা থাকা জরুরী সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি ব্যতিত দুর্ঘটনা স্থলে পুনঃপ্রবেশ করা যাবে না ।

২.২ জরুরী অবস্থার প্রকারভেদ

জরুরী অবস্থা এমন একটি ঘটনা যাতে তাৎক্ষনিক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এগুলি হতে পারে:

- অগ্নিকান্ড
- কোন রাসায়নিক পদার্থ যেমন এসিড, গ্যাস বা অন্যকোন ক্ষতিকর পদার্থ বের হওয়া
- দেয়াল বা ছাদ ধসে পড়া,
- বড় ধরণের স্বাস্থ্যগত সমস্যা,
- বোমা বা অন্য কোন নিরাপত্তা ঝুঁকি,
- মই ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি।

দূর্ঘটনার ক্ষেত্রে প্রধান ব্যবস্থাপক, প্রধান দক্ষতা বিশেষজ্ঞ, ও স্থাপনা পরিদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক, নিকটস্থ অগ্নিনির্বাপন কেন্দ্র ও নিকটস্থ থানা/পুলিশ ফাঁড়িতে দ্রুত ঘটনাটি
জানাতে হবে।

২.৩ প্রতিযোগিতা স্থলে ঝুঁকিসমূহ

- পিছলিয়ে পড়া, হোচট খাওয়া বা পরে যাওয়া,
- রাসায়নিক পদার্থ বা অন্য কোন ভাবে পুড়ে যাওয়া, বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতিতে দূর্ঘটনা ঘটা,
- ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতির কারণে আহত হওয়া,
- সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে কাজ না করা,
- আবর্জনায় আঘাত পাওয়া এবং
- আগুন এবং বিষ্ফোরণ,

২.৪ প্রতিযোগিতাস্থলে প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম রাখা

প্রতিযোগিতার প্রতিটি ওয়ার্কশপে প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম রাখা বাধ্যতামূলক। বাংলাদেশ শ্রম আইন - ২০০৬ এর ৮৯ ধারা ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর ৭৬ বিধিতে প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি রাখার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

২.৫ প্রাথমিক চিকিৎসা বক্সে নূন্যতম যে জিনিসগুলো রাখতে হবে

- ৬টি ছোট জীবানুমুক্ত ব্যান্ডেজ,
- ৩টি মাঝারী আকৃতির জীবানুমুক্ত ব্যান্ডেজ,
- ৩টি বড় আকৃতির জীবানুমুক্ত ব্যান্ডেজ
- প্রতিটি ১/২ আউন্স ওজনের ৩ প্যাকেট জীবানুমুক্ত তুলা,
- হেক্সাসল বা সমজাতীয় জীবানুনাশক ১ বোতল (১আউন্স),
- রেকটিফাইড স্পিরিট ১ বোতল (১ আউন্স),
- এক জোড়া কাঁচি,
- প্রাথমিক চিকৎসার একটি প্রচারপত্র,
- বেদনানাশক হিসাবে প্যারাসিটামল ও এন্টাসিড জাতীয় ট্যাবল্যাট, পোড়ায় ব্যবহৃত মলম, কাটায় ব্যবহৃত মলম, চোখের জন্য ব্যবহৃত সাধারণ মলম এবং উপযুক্ত এন্টিসেপটিক দ্রবণ এবং নুন্যতম তিনটি খাবার স্যালাইন ।

২.৬ দূর্ঘটনা পরবর্তী করণীয়

কোনো দূর্ঘটনা ঘটার পর প্রথম করণীয় বিষয় হল দূর্ঘটনার স্থানটি প্রথমেই নিরাপদ করে নেয়া। অনেক সময় দুর্ঘটনার সাথে সরাসরি জড়িত ব্যক্তি আহত না হলেও এ থেকে যে ঝুঁকি তৈরি হয় তা অন্য যে কোন অসতর্ক লোককে আহত করতে পারে। কাজেই দুর্ঘটনার স্থানটির নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করতে হবে। যেমন একটি বিদ্যুতের তার ছিড়ে মাটিতে পড়েছে, প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হল তারটিকে বিদ্যুত প্রবাহ মুক্ত করা।

২.৭ দুর্ঘটনা ঘটা মাত্র বা ঘটতে দেখা মাত্র যে কাজগুলি করতে হবে

- প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার জন্য উপযুক্ত কাউকে ডেকে আনা,
- জরুরী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ফোন করা,
- নিজেকে নিরাপদ রেখে যতটুকু সম্ভব নিজে বা সহযোগীদের নিয়ে সমস্যার প্রাথমিক সমাধানের চেষ্টা করা,
- পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশ নির্দেশিকা
- জরুরী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন ফায়ার বিগ্রেড, রেড ক্রিসেন্ট, পুলিশকে ঘটনাস্থল, ঘটনার প্রাথমিক বিবরণ, আহত লোকদের অবস্থা সম্পর্কে যতটুকু সম্ভব তথ্য প্রদান করা এবং জরুরী সেবাদানকারী সংস্থা পৌছার পূর্বে স্থানীয় সামর্থ দ্বারা ঘটনাস্থলের নিরাপত্তা ও প্রাথমিক কার্যাদি সম্পূর্ণ করা।

২.৮ পুলিশের হটলাইন ৯৯৯ ব্যবহার

কোনো দূর্ঘটনা ঘটলে জরুরী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবহিত করার পাশাপাশি দ্রুত পুলিশের হটলাইন ৯৯৯ ব্যবহার করে অবহিত করা জরুরি।

২.৯ ভাল হাউজ কিপিং

প্রতিযোগিতা স্থল সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। যদি মালামাল, যন্ত্রপাতি, তারকাঁটা, ছেড়া তার, লোহা-লক্কর ও ঝুঁকিপূর্ণ জিনিস ইত্যাদি যত্রতত্র ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় থাকে তবে যে কোন সময় মারত্মক দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই নিম্নের নিয়মাবলী অনুসরণ করা যেতে পারে।

- কাজের যন্ত্রপাতিগুলি পরিচ্ছন্ন করে নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখবেন,
- কখনোই বহিঃগমন পথ আটকিয়ে বা জরুরী নির্গমনের পথ আটকিয়ে কোন কাজ করবেন না,
- কখনই তারকাঁটা, স্ক্রু, পরিত্যাক্ত লোহা বা ধাতব কোন টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখবেন না,
- প্রতিদিনের কাজের শেষে কর্মস্থলটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে গুছিয়ে রাখুন,
- চলাচলের পথের উপর বা চলাচলের পথ আটকিয়ে কোন কাজ করবেন না,
- আবর্জনা ফেলার পত্রটি পরিপূর্ণ হলে তা উপচিয়ে কোন কিছু ফেলবেন না, খাবারের উচ্ছিষ্ট কর্মস্থলে ফেলে যাবেন না ইত্যাদি ।

২.৯ দূর্ঘটনার বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি

দূর্ঘটনা বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরীতে সাধারণত নিম্নের বিষয় গুলি অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক।

- দুর্ঘটনার স্থল, সময়, ও তারিখ উল্লেখ করা;
- কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তার বর্ননা দেওয়া; দূর্ঘটনার কারণ বা কারণসমূহ বর্ণনা করা;
- কিভাবে ঘটনাটি সামলানো হয়েছে।
- ঘটনার সাথে কারা জড়িত;
- ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্তদের তালিকা ও আঘাতের ধরন;
- দুর্ঘটনার পর গৃহিত ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ;
- কি করলে ঘটনাটি এড়ানো যেত সে সম্পর্কে বিস্তারিত মতামত এবং
- প্রতিবেদন তৈরিকারীর নাম, স্বাক্ষর, তারিখ ।

৩. কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা চিহ্ন সমূহ ও রং

৩.১ নিরাপত্তা চিহ্নসমূহ

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা রক্ষার্থে চিহ্নসমূহ ও রং অত্যান্ত উপযোগী একটি উপকরণ যা কর্মীবাহীনি ও দর্শনার্থীদের নিরাপত্তায় সহায়তা করে।

নিরাপত্তা চিহ্নসমূহ ব্যবহারের কারণ নিম্নরূপ

- স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকির বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ।
- ঝুঁকি চিহ্নিত করে, যাতে দূর্ঘটনা এড়ানো যায়।
- সাধারণ তথ্য ও দিকনির্দেশনা দান করে।
- কোথায় ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি ও উপকরণ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।
- জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় যন্ত্রপাতি কোথায় রাখা আছে তার অবস্থান নির্দেশ করে।
- কোথায় কিছু কাজ নিষিদ্ধ তা নির্দেশ করে।
- রং সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এ কারণে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এটি বহুল
- ব্যবহৃত।

৩.২ চিহ্নের প্রকারভেদ

যেসকল চিহ্ন দ্বারা বিপদ, সাবধানতা, বাধ্যবাধকতা, নিষেধাজ্ঞা জরুরি অবস্থা বা তথ্য প্রদানে ব্যবহার করা হয় তাদের প্রকারভেদ নিচে উল্লেখ করা হলো।

- শুধু প্রতীক আকারে ।
- প্রতীকে বাক্য সংযুক্ত করে।
- রং ও আকৃতি অনুযায়ী তথ্য প্রদান করে ।

৩.৩ চিহ্নের শ্রেণীবিভাগ

তিনটি মৌলিক চিহ্ন কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেকটির আলাদা আকৃতি আছে। আবার এই আকৃতি তিনটির ভিতরে ও বাহিরে রংয়ের ভিন্নতা ভিন্নরূপ নির্দেশনা দেয়।

নিচের ছকে এটি দেখানো হলোঃ

চিহ্নের আকৃতি	বিষয়	রং
বৃত্ত ১. আইনগত বাধ্যবাধকতা- বৃত্ত নির্দেশ করে যে আইনগত বাধ্যবাধকতা বহাল আছে।	১.১ নিষেধাজ্ঞা- কার্যক্রম নিষিদ্ধ।	সাদার উপর লাল এবং কালো রং
	১.২ বাধ্যতামূলক - কাজটি করা বাধ্যতামূলক	সাদার উপর কালো রং
	২.১ সর্তকতা/ সাবধানতা- সম্ভাব্য ঝুকি নির্দেশ করে।	হলুদের উপর কালো রং

বাধ্যতামূলক চিহ্ন/ সংকেত	আপনাকে কিছু নিয়ম মানতে বা কিছু ব্যবহার করতে বাধ্য করা হচ্ছে।	নীল ভরাট বৃত্ত সাদা প্রতীক	
সংরক্ষিত চিহ্ন/ সংকেত	কোন সংরক্ষিত এলাকা বোঝানো হচ্ছে	লাল বৃত্তাকার পটভূমি সাদা	
ঝুঁকি সর্তকতা চিহ্ন/ সংকেত	দেহকে ঝুকিঁর হাত থেকে সতর্ক করে	কাল বর্ডার দ্বারা হলুদ ত্রিভুজ পটভুমি হলুদ প্রতীক কাল ।	
জরুরী তথ্য চিহ্ন/ সংকেত	জরুরী সুরক্ষা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।	সবুজ চতুর্ভুজ সাদা প্রতীক ও সাদা লেখা	
আগুন চিহ্ন/ সংকেত	আগুনে সর্তকতা আগুন নির্বাপন অবস্থান নির্দেশ	লাল চতুভুজ সাদালেখা	
ঝুঁকিপূর্ণ /বিপদ চিহ্ন/ সংকেত	ঝুঁকিপূর্ণ বিপদ থেকে সতর্ক করে	সাদা অক্ষরে DA NGER পটভূমি লাল, বর্ডার কাল, কাল লেখা	

৩.৪ বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন/ সংকেত, উপকরন, ব্যবহার

	চিহ্ন/ সংকেত	উপকরন	ব্যবহার
১.			মাথার নিরাপত্তার জন্য হেলমেট ব্যবহার করুন।
২.			চোখের নিরাপত্তার জন্য গগল্‌স ব্যবহার করুন।
৩.			কানের নিরাপত্তার জন্য এয়ারহেড ব্যবহার করুন।
৪.			হাতের নিরাপত্তার জন্য গ্লাভস ব্যবহার করুন।
৫.			পায়ের নিরাপত্তার জন্য বুটজুতা ও নি-কাপ ব্যবহার করুন ।

৪. জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি /বিপদ

জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতায় কাজ করার সময় বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। এই ঝুঁকির উৎসগুলো সম্পর্কে এবং সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়ানোর উপায় সম্পর্কে প্রতিযোগীদের ভাল ধারণা থাকতে হবে। এই জন্য প্রতিটি প্রতিযোগিকে কাজের সময় বিশেষজ্ঞের ঘনিষ্ঠ তদারকিতে থাকতে হবে। প্রতিটি কাজে যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সম্পর্কে যতাযথ নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

নিম্নের টেবিলে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির ধরণ নিয়োগকারীর দায়িত্ব এবং প্রতিযোগিরা কি ধরনের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন তা উল্লেখ করা হয় ।

ঝুঁকি	সম্ভাব্য স্বাস্থ্যগত ক্ষতির প্রভাব	আয়োজক কর্তৃক ঝুঁকি মোকাবেলায় সর্তকতা মূলক কার্যক্রম	প্রতিযোগী কর্তৃক ঝুঁকি মোকাবেলায় সর্তকতা মূলক কার্যক্রম
অসমতল ভূখন্ড	পরে যাওয়ার ঝুঁকি কেটে যাওয়ার ঝুকিঁ	■ যথাযথ নিরাপত্তা চিহ্ন স্থাপন করা। ■ নিরাপদ জুতা পরিধানসহ ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি/ উপকরণ ব্যবহার করা।	■ নিরাপত্তা চিহ্ন পর্যবেক্ষণ করা। ■ ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি/উপকরণ ও নিরাপত্তা জুতা পরিধান করা।
ফ্লোর এ এডবেস্টস থাকলে	এলার্জি বা ত্বকের ক্ষতি হতে পারে	কাজ শুরুর পূর্বে ঝুঁকি বিবেচনা করা	এ সংক্রান্ত তথ্য পড়ুন এবং নিরাপদ কর্ম বিধানগুলি অনুসরণ করুন।
এডহেসিভ বা আঠা এবং সলভেন্ট	এডহেসিভ বা সলভেন্টের গন্ধ বা বাষ্প শ্বাসযন্ত্রে ক্ষতি হতে পারে।	■ কাজ শুরুর পূর্বে সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপণ করুন। ■ বিপদজনক পদার্থের সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে বস্তুর নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্য (Martial Safety Data Sheet- MSDS) অবহিত করা। ■ যথাযথ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান। ■ জরুরী অবস্থায় চোখ ধোয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।	■ (MSDS) পড়তে হবে এবং নিরাপত্তা নির্দেশিকা গুলি অনুসরণ করতে হবে। ■ ব্যক্তিগত সুরক্ষা যন্ত্রপাতি যথাযথ জুতা ও পরিধান করতে হবে।

ঝুঁকি	সম্ভাব্য স্বাস্থ্যগত ক্ষতির প্রভাব	আয়োজক কর্তৃক ঝুঁকি মোকাবেলায় সর্তকতা মূলক কার্যক্রম	প্রতিযোগী কর্তৃক ঝুঁকি মোকাবেলায় সর্তকতা মূলক কার্যক্রম
অপর্যাপ্ত আলো বায়ু চলাচল এলাকা গুলি চিহ্নিত করে চর্তুদিকে বেড়া দেয়া।	■ পিছলিয়ে পড়ে যাওয়া। ■ কোন কিছুর সাথে ধাক্কা লেগে আহত হওয়া বা শ্বাস কষ্ট হতে পারে	যদি ঝুঁকি থাকে তবে প্রতিযোগীরা এই এলাকায় কিছুতেই যাবে না।	যদি ঝুঁকি থাকে তবে প্রতিযোগীরা এই এলাকায় কিছুতেই যাবে না।
কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি যে কোন ধরনের উৎপীড়ন।	মানসিক চাপ ভয় উৎকণ্ঠার ফলশ্রুতিতে শারিরীক অসুস্থতা	■ কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নীতিমালা জারী ও প্রয়োগ। ■ কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও যথাযথ নির্দেশনা প্রদান।	কোন ঘটনা ঘটার সাথে সাথে অবহিত করুন।